সৈয়দ আবুল হাশেম হত্যার রহস্য উদঘাটন : গ্রেফতার ২

গত ১২/৬/২০১৪খ্রি. সৈয়দ আবুল হাশেম (৪৫) বিকাল আনুমানিক ০৫.৩০ টায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তুরাগ থানাধীন চান্ডালভোগ এলাকার বাসা থেকে বের হয়। ঐ দিন দিবাগত রাতে তুরাগ থানা পুলিশ ধউর বেঁড়িবাধ এলাকাস্থ যুবক উন্নয়ন হাউজিং এর খালী প্লট থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। তিনি তুরাগ থানাধীন চন্ডাল ভোগ গ্রামের তমেজ আলীর ছেলে।

নিহতের স্ত্রী শারমিন সুলতানা(৩৮) বাদী হয়ে গত ১৩/৬/২০১৪খ্রি. তুরাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে ঐ এলাকার আবুল হাশেম, পিতা-মতিউর রহমান অজ্ঞাতনামা কিছু ব্যক্তির সহায়তায় তার স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পর লাশ বেঁড়িবাধ এলাকায় ফেলে যায় মর্মে এজাহারে উল্লেখ করেন।

 মামলা রুজুর পরপরই উপ-পুলিশ কমিশনার শেখ নাজমুল আলম এর নির্দেশনায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (উত্তর বিভাগ) তদন্ত শুরু করে। ০১/৯/২০১৪খ্রি. রাত ০৯.৩০ টায় অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ আঃ আহাদ এর তত্ত্বাবধানে সিনিঃ সহকারী পুলিশ কমিশনার এস এম নাজমুল হক এর নেতৃত্বে একটি দল দারুস সালাম থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে সৈয়দ আবুল হাশেম হত্যাকান্ডে জড়িত ১। মনির হোসেন ওরফে পরাগ ও ২। আওলাদ হোসেন ওরফে গেদাদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় মনির হোসেন এর নিকট থেকে ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আসামিগণ জানায় যে, তারা রাতের বেলা মিনিবাসে যাত্রী সেজে সাভার, বাইপাল ও বেড়িবাধ এলাকায় অন্যান্য যাত্রীদের ডাকাতি/ছিনতাই করে থাকে। গত ১২/৬/২০১৪খ্রি. যাত্রীদের ডাকাতির উদ্দেশ্যে বাইপাল থেকে আব্দুল্লাহপুর মিনিবাসযোগে আসার পথে আনুমানিক রাত ১১.০০ টায় অন্যান্য সহযোগীসহ ওই বাসে থাকা যাত্রীদের ডাকাতিকালে সৈয়দ আবুল হাশেমকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মৃতদেহ যুবক উন্নয়ন হাউজিং এর খালী প্লটে ফেলে রাখার কথা স্বীকার করেছে। এ হত্যাকান্ডে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এ হত্যাকান্ডে এজাহারে সন্দিগ্ধ আসামি আবুল হাশেমের কোন সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা তাও ডিবি পুলিশ তদন্ত করছে।